بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৬ ডিসেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ ডিসেম্বর ২০১১-এর (১৬ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আমাদের সন্তান সচরাচর অনেক ছোট বয়সে কুরআন করীম পাঠ করা শিখে নেয় বা খতম দিয়ে থাকে। যে সকল সন্তানদের মায়েরা সন্তানদের কুরআন পাঠ শেষ করা নিয়ে বা খতম করা নিয়ে অধিক চিন্তিত থাকেন, তারা তাদের পিছনে অনেক শ্রমও দিয়ে থাকেন। এখানে (ইউ.কে) এবং অন্যান্য দেশের সফরকালে আমি দেখি যে সন্তানদের এবং পিতা-মাতার আকাঙ্খা জাগে আমার সম্মুখে কুরআন করীম পড়িয়ে আমীন অনুষ্ঠান করার। তবে আমি দেখেছি, একবার পুরো কুরআন করীম পাঠ বা খতম করানোর পর সাধারণত রিভিশন বা রীতিমত কুরআন করীম পাঠের জন্য সন্তানদের ভিতর অভ্যাস গড়ে তোলার ততটা চেষ্টা করা হয়না যতটুকু প্রথমবার কুরআন পাঠ শেষ করা বা খতম দেয়ার জন্য করা হয়ে থাকে। সাধারণত আমি যখন জিজ্ঞাসা করি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত কর কি না ? তখন সাধারণত হ্যাঁ সূচক জবাব পাওয়া যায় না আর তা কতকের পড়ার ধরণ থেকেও তা-ই বুঝা যায়। অথচ পিতা-মাতার উচিত পুরো কুরআন পাঠ শেষ বা খতম দেয়ার পরও এ বিষয়টির তদারক এবং সন্তান-সন্ততির নিয়মিত কুরআন করীম পাঠে অভ্যস্থ হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সচেতন থাকা।

সুতরাং একবার কুরআন পাঠ বা খতম দেয়াতেই নিজেদের চিন্তাভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না বরং পরবর্তীতেও স্থায়ীরূপে এর তদারকি আবশ্যক। নি:সন্দেহে প্রথমবার কুরআন করীম পড়ানো এবং খতম দেয়াও একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোন কোন মায়েরা চার-পাঁচ বছরের সন্তানদের কুরআন করীম খতম করিয়ে দেন, নি:সন্দেহে এটি বড় শ্রমসাধ্য একটি কাজ তবে যেমনটি কিনা আমি বলেছি, স্থায়ী ভাবে কুরআন পাঠে অভ্যস্থ রাখা সমধিক গুরত্বপূর্ণ একটি কাজ। সম্প্রতি এক ভদ্র মহিলার পত্র পেয়েছি যাতে তিনি আমার মায়ের কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, একটি বিষয়

যা তিনি (হুযূরের মা) আমাকে বলেছেন আর যে কারণে আজ পর্যন্ত আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ, তাহলো, একবার আমি আমার ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে তার কাছে যাই, যে কুরআন খতম দিয়েছিল । আমি বড় গর্বের সাথে তাঁকে অবহিত করি যে, এ শিশুটি ছয় বছর বয়সে কুরআন পাঠ শেষ করেছে বা খতম দিয়েছে। তিনি বলেন, পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে কুরআন করীম পাঠ শেষ করা বা কুরআন খতম করা বড় কোন বিষয় নয়। তুমি আমাকে বল, তুমি সন্তানের হৃদয়ে কুরআনের প্রতি কি পরিমাণ ভালোবাসা সৃষ্টি করেছ? সুতরাং প্রকৃত কথা হলো, কুরআন করীম পড়ানোর পাশাপাশি কুরআন করীমের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা ; আর তখনই সন্তানের মাঝে পড়ার আগ্রহও সৃষ্টি হবে। আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি সে যুগে যেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য টিভি, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন আকর্ষণীয় বইপুস্তকাদি রয়েছে। সেখানে এ সকল বিনোদনের মাঝে বালকবালিকাদের প্রভাতে নিজ উদ্দোগে নিয়মিত তেলাওয়াত করা ও কুরআন পড়া তাদের হৃদয়ে কুরআন করীমের গুরুত্বকে বৃদ্ধি করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এ যুগে যখন বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণের উপকরণ রয়েছে, বিভিন্ন ধরণের বিনোদনমূলক বই-পুস্তক রয়েছে, বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটছে, তাই কুরআন করীম পড়ার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় আর আমাদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। সুতরাং এটির পাঠ বা তিলাওয়াতের প্রতি অনেক বেশী মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। পিতা-মাতা যদি কুরআন করীম পাঠ এবং এতে চিন্তা-ভাবনা ও প্রনিধানের অভ্যাস গড়ে তুলেন তাহলেই সন্তানদের মাঝে ও কুরআন করীমের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। একে পড়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হবে। প্রতিটি ঘর থেকে যদি ফযরের নামাযের পর বা শীতের মৌসুমে দেরিতে নামায হওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে নামাযের পূর্বে রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত হয় সেই বাড়ি কুরআন করীমের কল্যাণে ভরে যাবে। আর ছেলে-মেয়েদেরও এর প্রতি মনোযোগ থাকবে। ছেলে-মেয়েরা সেই সব পূণ্যে অভ্যস্থ হবে যা একজন মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত। আর বড় হওয়ার পাশাপাশি তাদের হৃদয়ে ক্রমাগতভাবে কুরআন করীমের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। গভীর মনোযোগের সাথে প্রতিনিয়ত কুরআন করীম পাঠ করলে আমাদের সবাই প্রত্যক্ষ করবে, বাড়িতে যেখানে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় হবে সেখানে ছেলে-মেয়েরাও জামাতের জন্য কল্যাণকর ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে আর তাদের তরবীয়তও ভালভাবে সম্পন্ন হবে। এ বিষয়টিকে একজন আহমদীর জীবনের অঙ্গ ও অংশ করে নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া ও চেষ্টা করা উচিত।

বর্তমান যুগে আমাদের মাঝে এ গুণটি সৃষ্টির জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক চেষ্টা করেছেন। আর তাঁর আগমন এজন্য হয়েছে যাতে আমরা কুরআন করীমকে পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের উপর স্থান দেই এবং একে সেই সম্মান প্রদান করি যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। সাধারনত অ-আহমদীরা কুরআন করীমকে যে ধরণের সম্মান দিয়ে থাকে, যেমন একটি সুন্দর কাপড়ে মুড়িয়ে রাখা, সুন্দর তাকে সাজিয়ে রাখা বা সুন্দর বাক্সে ভরে রাখা, আমরা যেন তেমন না করি । কুরআনের প্রকৃত সম্মান প্রদান ও একে ভালোবাসা হল, এর আদেশ নিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে

চলার চেষ্টা করা এবং এর আদেশ ও নিষেধাবলীকে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়া। আল্লাহ্ তা'লা যে সব কাজ করতে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন তা সমাধা করার জন্য নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থকে কাজে নিয়োজিত করা এবং খোদা-ভীতির সাথে এর তেলাওয়াত করা । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তকাবলীর অগণিত স্থানে, সভায় এবং বক্তৃতায় কুরআন করীমের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এবং এ সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। একজন বয়াতকারী বা আহমদীর নিকট তার কি কি প্রত্যাশা তা তিনি তাতে উল্লেখ করেছেন।

অতএব, আমাদের বাড়িগুলোতে অনেক বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। তেলাওয়াতের সাথে সাথে এর অনুবাদও পড়া উচিত, যেন আমরা এর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা বুঝতে পারি। বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের সামনে কুরআন করীমের তেলাওয়াতের পাশাপাশি একে বুঝা এবং এর অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনাও করা উচিত। শুধু তেলাওয়াতের অভ্যাস নয় বরং এমন সভা বা মিটিং হওয়া উচিত যার উদ্দেশ্য হবে কুরআন করীম হতে ছোট ছোট বিষয় বের করে ছেলে-মেয়েদের সম্মুখে তা বর্ণনা করা যেন তাদের মাঝেও আগ্রহ জন্মে। নামায ও কুরআন করীমের অর্থ বুঝা ও পড়ার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যাধিক গুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু মূল আরবী বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ পড়ার অনুমতি নেই। তিনি (আ.) বলেছেন- 'আমি কখনোই কুরআন করীমের শুধু অনুবাদ পাঠের অনুমতি দেই না, এর ফলে কুরআনের নিদর্শন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যে ব্যক্তি(এ কথা বলে) বলে, (শুধু অনুবাদ পড়াই যথেষ্ট) সে চায়, পৃথিবী থেকে কুরআন উঠে যাক। কুরআন করীমের মূল অবস্থায় থাকাটাই এর নিদর্শন। এটা এখনো আপন মূল অবস্থায় রয়েছে যা একটা অনেক বড় নির্দশন। আর আল্লাহ্ তা'লার ঘেষণা (সূরা হিজর) اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّکۡرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

নিশ্চয় আমি-ই এ যিকির (অর্থাৎ এ বাণী) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি-ই এর সুরক্ষকারী।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যানুসারে আরবী টেক্সটের আকারে এ নিদর্শন আজ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। আর ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নীচ আপত্তিকারীও এটি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, কুরআন করীম মূলরূপে, প্রকৃত অবস্থায় আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত। যদি কেবল অনুবাদের ওপর নির্ভর করা আরম্ভ হয়ে যায় তবে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো অনুবাদ সবারই পৃথক পৃথক । কিন্তু যখন আমরা আমাদের অনুবাদ জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করি তখন তারা স্বীকার করে যে এ অনুবাদ একেবারেই আলাদা কেননা অন্যরা সঠিক অনুবাদ করেনি। আমেরিকা নিবাসী ইসলামের ওপর এক ভয়াবহ আপত্তিকারী বড় পাদ্রী কুরআন করিমের কিছু অনুবাদ নিয়ে (কেবল অনুবাদ নিয়েছিল আরবী অংশ, মূল অংশ নেয় নি) আপত্তি উত্থাপন করল যে, ইসলাম একথা বলে, ইসলাম সে কথা বলে, কুরআন অমুক কথা বলে! তাকে যখন আমরা আমাদের কৃত তফসির (ব্যাখ্যা) প্রেরণ করলাম তখন সে প্রথমে উত্তর দেয়নি। অনেক দিন পিছু ধাওয়ার পর তার উত্তর ছিল আমি যে সকল অনুবাদের কথা বলেছি তাও মুসলমানদেরই লেখা ।

যাই হোক একমাত্র মসীহ মওউদ (আ.)-ই আমাদেরকে অনুবাদের ক্ষেত্রেও মূল আরবীর অতি নিকটতর রেখেছেন এবং এর সঠিক অর্থ এবং তত্ত্ব শিখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে এটিও বলে দিচ্ছি,

কিছুদিন পুর্বে একজন আপত্তিকারী আহমদীদের ওপর আপত্তি করে বলেছেন যে, যদি মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব নবী হয়ে থাকেন তবে তিনি তার জামাতকে ইমাম আবু হানিফার আনুগত্য করার কেন নির্দেশ দিয়েছেন?

এর উত্তর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনায় অনেক স্থানে এসেছে। কখনো-ই এ কথা বলা হয়নি যে তার আনুগত্য কর। আমি কুরআনের বরাতে উত্তর দেবো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন এক মজলিসে কেউ বলল যে, হানাফী ধর্মে কেবল অনুবাদ পড়া যথেষ্ট মনে করা হয়। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যদি এটি সবচেয়ে বড় ইমাম বা ইমাম আজমের রীতি হয়ে থাকে তবে এটি তার ভুল ছিল। নি:স্বন্দেহে তিনি ইমাম ছিলেন এবং তিনি ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছেন, অনেক বিষয়াদির সমাধান দিয়েছেন । তবে তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন যে 'কেবল অনুবাদ পড়াই যথেষ্ট' তবে এটি ভুল কথা।

যাহোক, এ যুগে কুরআন করিমের প্রকৃত সুরক্ষার মাধ্যম স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। তিনি তার জামাতকে কুরআন করিম বুঝার জন্য এবং কুরআনকে ভালবাসার জন্য বহু স্থানে আদেশ দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থলে বলেন, কুরআন করিম ঐশী বিধান এবং মুক্তির মাধ্যম । যদিও এ বাক্যের পূর্ব-পর একটি বাহাস বা ধর্মীয় বিতর্কের কথা চলছে যা কুরআন থেকে হযরত ঈসা (আ.)- এর মৃত্যু প্রমাণ করার জন্য বর্ণনা করছেন ; কিন্তু এটি সার্বজনীন নীতি যে কুরআন করিম একটি ঐশী বিধান এবং এ দৃষ্টিকোন থেকে মুক্তির মাধ্যম। আমরা দেখে থাকি যে, জাগতিক বিধানও কেবল বিধান হলেই কাজে আসে না, যতক্ষন না একে প্রয়োগ করা হয় এবং এর ওপর আমল না করা হয়। একইভাবে কুরআনরূপী বিধানও তখন কল্যাণকর হয় এবং মুক্তির কারণ হতে পারে যখন এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় । আর এর ওপর আমল না করলে তা মুক্তির কারণ হতে পারেনা। কেবল পাঠ করলে মুক্তি এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না। আমরা আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতসমূহ এবং কল্যাণসমূহের উত্তরাধীকারী হতে সক্ষম হব না যতক্ষণ না এর উপর আমল করা হবে। অতএব কুরআন করীমের শিক্ষাকে বুঝা এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়।

তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, **স্মরণ রেখো! কুরআন করীম প্রকৃত কল্যাণরাজীর উৎসস্থল এবং মুক্তিলাভের মাধ্যম। যারা কুরআন শরীফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না এটি তাদের নিজেদেরই ভ্রান্তি। যারা কুরআন অনুসারে আমল করেনা তাদের মাঝে এক শ্রেণী হলো তারা যারা এর প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এমনকি তারা একে খোদা তা'লার বাণীই মনে করে না। এরা তো অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। কিন্তু যারা এটিকে আল্লাহর কালাম বা বাণী এবং মুক্তির নিরাময়ী ব্যবস্থাপত্র বলে বিশ্বাস রাখে তারা যদি এতে আমল না করে তাহলে তা বড়ই বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়। এদের মধ্যে তো অনেকে এমন আছে যারা সারা জীবনে এটি কখনও পড়েই নি। সুতরাং এমন লোক যারা খোদা তা'লার বাণী সম্পর্কে এতটা উদাসীন এবং ভ্রক্ষেপহীন তাদের সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায়, যে জানে, উমুক ঝরনা অত্যন্ত সচ্ছ এর পানি সুমিষ্ট ও সুশীতল যা অসংখ্য ব্যধির মহৌষধ ও রোগ**

নিরাময়ক। এই জ্ঞান তার সুনিশ্চিত কিন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং তৃষিত হয়েও এবং বিভিন্ন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েও সে যদি এর নিকটে না যায় তাহলে এটি তার কত বড় দুর্ভাগ্যের ও অজ্ঞতার বিষয়। তার তো উচিত ছিল সেই ঝরনায় মুখ রেখে প্রতিতৃপ্ত হওয় এর সুস্বাদু ও নিরাময়ী পানিকে উপভোগ করা। কিন্তু সে জ্ঞান রেখেও অজ্ঞ লোকের ন্যায় দূরে অবস্থান করছে।

এই বাণীকে, এই বেদনাভরা বাক্যগুলোকে বুঝে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুরআন করীমের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফীক দান করুন, এটিকে হৃদয়ঙ্গম করার তৌফীক দান করুন । বয়াত করে আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব তখনই পালিত হবে যখন আমরা কুরআন করীমের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবো। আর কুরআন করীমের শিক্ষা হলো, যেমন প্রথমে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন করীমে বর্ণীত সকল মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং এতে বর্ণীত সকল পূণ্যকে অবলম্বন করা বা অবলম্বন করার পূর্ণ চেষ্টা সাধনা করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **মানুষ মন্দ পরিহার করে মনে করবে, আমি পরাকাষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছি, কুরআন করীম শুধু এতটুকুই চায় না । বরং এটি মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ের পরকাষ্ঠা ও উত্তম নৈতিক চরিত্রে সজ্জিত করতে চায় যেন তার মাধ্যমে মানবাজাতির মঙ্গল ও সহমর্মীতামূলক কার্যাদী সম্পাদিত হয় যার ফলে** আল্লাহ্ তা'লা **তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।**

যদি এক মু'মিন কুরআন করীমের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা রাখে থাকে তাহলে এই পরাকাষ্ঠায় নিজেও পৌঁছার চেষ্টা করবে এবং নিজ সন্তানদেরও সে পর্যন্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দুস্কৃতি ও পাপ থেকে বিরত থাকা কোন কৃতিত্ব নয়, এটি একমাত্র আমাদের লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত নয় বরং আমাদের লক্ষ্য বড় নির্ধারণ করে তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। কুরআন করীমে বর্ণিত সব ধরণের পূণ্য শিরোধার্য করার চেষ্টা করা উচিত। যখন প্রত্যেক নারী, পুরুষ বাচ্চা এই চেষ্টা করবে তখন এক পবিত্র সমাজের ভিত রচিত হবে। সেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যে সমাজ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তখন ইসলাম ও কুরআন করীমের উপর আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ হবে।

এখানে আজকাল দুই মহিলার বড় চর্চা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে তারা বক্তৃতা করে বেড়ায় যা ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে আপত্তিতে ভরপুর। কয়েকদিন পূর্বে খোদ্দামুল আহমদীয়া ইউ কে-এর প্রচেষ্টায় ইউসিএল এ একটি বিতর্ক হয়েছে যার ব্যবস্থা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।

এ দুজন মহিলা রীতি অনুসারে আপত্তি উত্থাপন করে আর আত্মপ্রসাদ নেয় যে ইসলামের উপর তারা বৃষ্টির ন্যায় আপত্তি করেছেন । কিন্তু আমাদের একজন খাদেম যে, এখানে ইউ কে জামেয়াতে অধ্যায়নরত পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত ছাত্র, আরেকজন নবদীক্ষিত ইংরেজ আহমদী - এ দু'জন তাদেরকে কুরআন করীম থেকে, কুরআন ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে এমন ভাবে এদের মুখ বন্ধ করেন, এমন অকাট্য ও যৌক্তিক জবাব দিয়েছেন যে তারা ক্রোধে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের সমর্থকরাও এ অবস্থায় তাদের আপত্তি দেখে, খুব দুঃখ প্রকাশ করল। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী যুবকদের মাধ্যমে ইসলামের জয় হয়, ইসলামের শিক্ষার জয় হয়।

অতএব, কুরআন করীম বোঝার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রয়োজন। এর শিক্ষা পালনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। তখনই আমাদের ঘর জান্নাত প্রতীম হবে এবং আমরা আমাদের সমাজ ও পরিবেশে যথাযথভাবে তবলীগ করতে পারবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআন করীম তেলাওয়াতের পদ্ধতি শিখাতে গিয়ে বলেন,

'কুরআন করীম গভীর অভিনিবেশ ও চিন্তা ভাবনার সাথে পাঠ করা প্রয়োজন। হাদীস শরীফে এসেছে, **রুব্বা কারীন ইয়ালআনুহুল কুরআন** অর্থাৎ এমন অনেক কুরআন পাঠকারী রয়েছে যাদেরকে কুরআন করীম অভিসম্পাত করে। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কিন্তু এর শিক্ষার অনুসরণ করে না, কুরআন করীম তাকে অভিসম্পাত করে। কুরআন করীম তেলাওয়াতের সময় যখন কোন রহমতের আয়াত আসে, সেখানে খোদা তা'লার দয়া ভিক্ষা চাওয়া প্রয়োজন। আর যেখানে কোন জাতির প্রতি শাস্তির উল্লেখ আসে, সেখানে খোদা তা'লার শাস্তি থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় যাচনা করা প্রয়োজন এবং চিন্তা-ভাবনা ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ এবং তা অনুসরন করা প্রয়োজন।

অতএব, এ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন এর গুরুত্বের উপলব্ধি জন্মাবে এবং তার সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। সুতরাং কুরআন করীমের জন্য আমাদের হৃদয়ে এই বিশেষ গুরুত্ব এবং কুরআনের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কিছু লোক অজুহাত করে এবং বলে থাকে, কুরআন শরীফ বোঝা খুব কঠিন; এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

কিছু নির্বোধ লোক বলে থাকে, আমাদের পক্ষে কুরআন করীম বোঝা সম্ভব নয়, এটি খুব কঠিন তাই এর প্রতি আমাদের মনোযোগ দেয়ার দরকার নেই। এটি তাদের ভ্রান্তি। কুরআন করীম বিশ্বাসগত বিষয়গুলো এত পরিস্কার করে বর্ণনা করেছে যা অতুলনীয় ও অসাধারণ। এর যুক্তি সমূহ হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। এ কুরআন এমন বাগ্মিতাপূর্ণ ও মর্মপর্শী যে আরবের অশিক্ষিত বেদুঈনরাও এটি বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এখন কেন এটি বুঝতে পারবে না? এ যুগে আমাদের উপর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে তিনি দয়া করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। যিনি আমাদেরকে শুধু বাহ্যিক আদেশ-নিষেধ সম্পর্কেই অবগত করেননি, বরং কুরআন করীমের গভীর তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। **وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ (সূরা জুমা আয়াত ৪)** অর্থাৎ'পরবর্তীদের মধ্যেও তাঁকে আবির্ভূত করবেন যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি' এর কল্যাণে আমাদেরকে সিক্ত করেছেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ধনভান্ডার আমাদের দিয়েছেন তা থেকে মণিমানিক্য আহরণের করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আর এটি ততক্ষন পযর্ন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা তার সাথে সত্যিকার প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হব। পৃথিবীতে অনেক এমন অ-আহমদী লোক আছে যাদের কিরাআত (কুরআন পাঠ) খুব সুন্দর এবং তারা অনেক পুরস্কারও পেয়ে থাকে। তাদের রেকডিং করা সুন্দর সুন্দর ক্যাসেট বিক্রি হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই ভাল তেলাওয়াতকারীদের মাঝে অনেকে এমন আছে, যারা কুরআনের অর্থ ও নিগূঢ় তত্ত্ব জানে না। এমন কি বড় বড় আলেমরাও জানে না। তাই তো ইসলামে এক সুদীর্ঘ সময় ধরে নাসেখ-মনসুখের

বিষয়টি চলে আসছে। এখনও অনেক আয়াত তারা বুঝে না যার মাঝে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয় একটি।

মোট কথা এর অর্থ ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত। এ বিষয়ে সাবধানবাণীসূচক এক হাদীস রয়েছে যা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুতালেব (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, এমন যুগ আসবে যখন কুরআন করীমের তেলাওয়াতকারী এমন এমন লোক হবে যারা বড় বড় দাবী করবে যে আমরা অনেক বড় কারী, আমাদের তুলনায় বড় আলেম আর কে আছে! এরপর তিনি (সা.) সাহাবাদর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাদের মাঝে কল্যাণ নামের কোন কিছু দেখতে দেখতে পাও কি? তাঁরা নিবেদন করলেন না, কখনও না। এতে মহানবী (সা.) বললেন, এরা তোমাদের মধ্য থেকে আর এই উম্মতের মাঝেই জন্ম নিবে। আর তারা দোযখের ইন্ধন হবে।

সুতরাং আসল কথা হলো- বিনয় ও দীনতার সাথে কুরআনের শিক্ষাকে বুঝে এর ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদনই আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন করবে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করবে এবং দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবে। এটাকে পেশা বানানো নয় বরং এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়তে হবে। আর আজ আমাদের প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া আবশ্যক আর এ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন- ('কিশতিয়ে নূহ' তে) তোমরা সাবধান থেকো, খোদার শিক্ষা ও কুরআন করীমের নির্দেশনার পরিপন্থি একটি পদক্ষেপও নেবে না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাত'শ নির্দেশাবলীর মধ্যে কোন একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে সে নিজ হাতে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। মুক্তির প্রকৃত ও উৎকর্ষ পথ কুরআনই উন্মুক্ত করেছে আর অবশিষ্ট সব কিছু এর প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সুতরাং তোমরা কুরআন করীমকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর আর একে মনেপ্রাণে ভালোবাস। এমন ভাবে ভালোবাস যা অন্যের প্রতি প্রদর্শন করনি। কেননা, যেমন খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন **আল খাইরু কুল্লুহু ফিল কুরআন** অর্থাৎ সর্ব প্রকার মঙ্গল কুরআনে নিহিত আছে। এ কথাই সত্য, পরিতাপ ঐ লোকদের জন্য যারা এর উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআনে অন্তর্নিহিত আছে। তোমাদের ধর্ম সম্পর্কীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় কথা নেই, যা কুরআনে পাওয়া যায় না। কিয়ামত দিবসে কুরআনই তোমাদের ঈমানের সত্যায়ন কারী বা ইমানকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী মানদন্ড হবে। কুরআন ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নেই যা কুরআনের সাহায্য গ্রহণ না করে তোমাদেরকে হেদায়েত দিতে পারে। কুরআন শরীফের মত ধর্মগ্রন্থ প্রদান করে খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন । তোমাদেরকে আমি সত্য সত্য বলছি, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে দান করা হয়েছে তা যদি খৃষ্টানদের দেয়া হতো, তাহলে তারা ধ্বংস হতো না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে তা যদি ইহুদীদেরকে তওরাতের পরিবর্তে দান করা হতো, তাহলে তাদের কোন কোন ফির্কা কিয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। সুতরাং তোমরা এই নিয়ামতের মূল্যায়ন করতে শিখ যা তোমাদের দেয়া হয়েছে। এটি অতি প্রিয় নেয়ামত। এটি এক

মহা সম্পদ। যদি কুরআন অবতীর্ণ না হতো তাহলে সারা জগৎ এক নোংরা মাংসপিন্ডের ন্যায়ই থাকত। অতএব কুরআন সেই কিতাব যার সামনে অন্য সকল হিদায়াত তুচ্ছ।

আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- তোমাদের জন্য একটি আবশ্যকীয় শিক্ষা হলো, কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় ছেড়ে দেবেনা কেননা এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন করবে তারা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে। যারা প্রত্যেক হাদীস ও কথার উপরে কুরআনকে প্রাধান্য দিবে তাদের ঊর্ধ্বলোকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী নেই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন নবীর সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকেও তাঁর উপর কোন ধরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কর না যেন আকাশে তোমরা মুক্তি-প্রাপ্ত বলে পরিগণিত হতে পার।

স্মরণ রেখ! প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয় এমন নয় বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই স্বীয় আলো প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃত অর্থে মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে- আল্লাহ্ সত্য এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে আভ্যন্তরীন সুপারিশকারী বা যোজক। আকাশের নীচে তাঁর সম-মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন রসূল নেই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কোন মানবকেই খোদা তা'লা চিরকাল জীবিত রাখার ইচ্ছা করেননি, কিন্তু তাঁর এই মনোনীত নবী চিরঞ্জীব। তাঁর চিরজীবনের নিশ্চয়তা স্বরূপ খোদা তা'লা তাঁর শরীয়ত ও আধ্যাত্মিকতার কল্যাণধারাকে কেয়ামত পর্যন্ত বহমান রেখেছেন। (অর্থাৎ তাঁর শরীয়তের কল্যাণধারা কেয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে)। অবশেষে তাঁরই আধ্যাত্মিকতার কল্যাণে এই প্রতিশ্রুত মসীহ্কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যাঁর আগমণ ইসলামের প্রাসাদকে সম্পূর্ণ করার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে ন্যায় যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মদী শরীয়তের জন্য এক রূপক মসীহ্ দেয়া না হয় ততদিন এই পৃথিবীর অবসান না ঘটা অবধারিত।এই তত্ত্বের প্রতিই পবিত্র কুরআনের আয়াত اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ইঙ্গিত করছে ।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা এবং আমাদের সন্তানগণ, ভবিষ্যৎ-বংশধর এবং আগত সকল প্রজন্ম যারা কেয়ামত পর্যন্ত মসীহ্ ও মাহদীকে গ্রহণ করবেন, সবাই কুরআন করীমের প্রকৃত ভালোবাসার বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়ে এর শিক্ষাকে যেন শিরোধার্য করতে পরি আর এর কল্যাণ থেকে যেন সর্বদা কল্যাণ মন্ডিত হতে পারি।